৫

# যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভা, বিচার বিভাগ ও দলীয় ব্যবস্থা

## ভূমিকাঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সভার নাম কংগ্রেস। কংগ্রেস একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা। আইন প্রণয়ন করাই এর প্রধান কাজ। এ ছাড়া মার্কিন কংগ্রেস মার্কিন নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্য তদন্ত করা সহ সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংবিধান প্রণেতাগণ সুচিন্তিত বিচার বিশ্লেষণের পর মার্কিন কংগ্রেসকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা হিসেবে গড়ে তুলেছেন। কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ 'প্রতিনিধি সভা' (The House of Representative) এবং উচ্চকক্ষ 'সিনেট' (The Senate) নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঐতিহ্য অনুসারে 'নিম্নকক্ষ' বা 'প্রতিনিধি' সভা হল মার্কিন জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ আর উচ্চকক্ষ বা 'সিনেট' হল অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ। মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভা ও সিনেটের সদস্যরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ব্রিটেনের কমন্স সভা (The House of Commons) এবং ভারতের লোকসভাকে যে অর্থে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায়, সেই অর্থে মার্কিন প্রতিনিধি সভাও হল একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূক কক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে মার্কিন সংবিধান প্রণেতাগণ একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা উদার নৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিভূস্বরূপ। তাই স্বাভাবিকভাবে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি এ দু'টি দলের প্রাধান্য বিদ্যমান। এবারে আমরা এ ইউনিটের পাঠগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

***এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ***

- *পাঠ-১ ঃ প্রতিনিধি সভা।*
- *পাঠ-২ ঃ সিনেট।*
- *পাঠ-৩ ঃ মার্কিন কংগ্রেসে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি।*
- *পাঠ-৪ ঃ বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।*
- *পাঠ-৫ ঃ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থা।*

# পাঠ-১ প্রতিনিধি সভা

**উদ্দেশ্যঃ**

**এ পাঠ শেষে আপনি—**

- ◆ প্রতিনিধি সভার গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ প্রতিনিধি সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ প্রতিনিধি সভার স্পীকার বা অধ্যক্ষের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মার্কিন কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ হল প্রতিনিধি সভা। জাতীয় ভিত্তিতে সমগ্র জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিনিধি সভা গঠিত হয়। কোন অঙ্গরাজ্য থেকে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তা ঐ রাজ্যের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রতিনিধি সভার সদস্যদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যকে কতকগুলো নির্বাচনী জেলায় ভাগ করা হয়। সাধারণত প্রতিনিধি সভার একজন সদস্য প্রায় ৪,৬৫,০০০ জনের প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্কিন সংবিধান কার্যকর করার সময় প্রতিনিধি সভার সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫ জন। কিন্তু ১৯২৯ সালে একটি আইনের মাধ্যমে প্রতিনিধি সভার সদস্য সংখ্যা ৪৩৫ জন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বর্তমানে আলাস্কা, ডিলাওয়ারা, নোভাদা, উত্তর ডাকোটা, ভারমন্ট ও ওমিং এ ৬টি অঙ্গরাজ্যে মাত্র একজন করে প্রতিনিধি আছেন। আবার ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউইয়র্কে যথাক্রমে ৩৯ ও ৪৩ জন প্রতিনিধি রয়েছেন।

## প্রার্থীর যোগ্যতা ঃ

মার্কিন প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীদের কতকগুলো যোগ্যতা থাকতে হবে। যথা

- প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর হতে হবে;
- কমপক্ষে সাত বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে;
- যে অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচন করবেন সেই অঙ্গরাজ্যে বাসিন্দা হতে হবে
- কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। ১৮ বছর বয়সের সকল নারী-পুরুষ নাগরিক ভোটার হওয়ার অধিকার রাখেন।

## প্রতিনিধি সভার অধিবেশন ঃ

বছরে অন্ততঃ একবার প্রতিনিধি সভার অধিবেশন আহ্বান করতে হয়। সাধারণতঃ ৩রা জানুয়ারী অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং ৩১শে জুলাই সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তবে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের অধিবেশন সাধারণত একই সঙ্গে বসে এবং একই সঙ্গে শেষ হয়। আবার রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে বছরের যে কোন সময় বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। এছাড়া প্রতিনিধি সভার অধ্যক্ষ স্পীকার এবং সিনেটের সভাপতি অথবা উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দলের নেতৃদ্বয় প্রয়োজনবোধে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। প্রতিনিধি সভার সদস্যগণ অধিবেশন পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে অধ্যক্ষ বা স্পীকার নির্বাচন করেন। তিনিই সাধারণত সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে থাকেন।

## কমিটি ব্যবস্থাঃ

মার্কিন প্রতিনিধি সভার বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে কমিটিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিনিধি সভায় প্রায় ৬০টির অধিক কমিটি আছে। এর মধ্যে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ২০-এর অধিক। স্থায়ী কমিটি, বিশেষ কমিটি, সমগ্র কক্ষের কমিটি, যুগ্ম কমিটি, কনফারেন্স কমিটি ইত্যাদি, কার্যকর আছে। অনেকে এ কমিটিগুলোকে কংগ্রেসের হাত, চোখ, কান বলে অভিহিত করেছেন।

## ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভাকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করতে হয়। যথা -

- আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিনিধি সভায় যে কোন ধরনের বিল উত্থাপন করা যায়। অর্থ বিলের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি সভা বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে। কেননা অর্থ বিল কেবলমাত্র প্রতিনিধি সভাতে উত্থাপন করতে হয়, সিনেটে উত্থাপন করা যায় না। কিন্তু সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতির প্রয়োজন হয়। তবে কোন বিল নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে উভয় কক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'কনফারেন্স কমিটি' (Conference committee) তার চূড়ান্ত সমাধান করে থাকে।

*আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতির প্রয়োজন হয়।*

- রাষ্ট্রপতি কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা বা উৎকোচ গ্রহণসহ যে কোন অভিযোগের কারণে একমাত্র প্রতিনিধিসভা 'ইমপিচমেন্ট' (Impeachment) আনতে পারে। কিন্তু এ অভিযোগের চূড়ান্ত বিচারের ক্ষমতা প্রতিনিধি সভার নেই। এ ব্যাপারে সিনেট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।
- সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উভয় কক্ষই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রার্থী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি সভা গোপন ব্যালট প্রথার মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত প্রথম তিন জনের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে থাকে। এক্ষেত্রে সিনেটের কোন কর্তৃত্ব নেই।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নতুন কোন রাজ্যকে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারেও সিনেটের ন্যায় প্রতিনিধি সভারও সম্মতির প্রয়োজন হয়।
- প্রতিনিধিসভা সভার কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও প্রচলিত নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করতে পারে।

## প্রতিনিধি সভার স্পীকার বা অধ্যক্ষ

যুক্তরাজ্যের কমন্স সভার ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার সভাপতিকে স্পীকার বলা হয়। মার্কিন সংবিধান অনুসারে প্রতিনিধি সভার নব-নির্বাচিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত করেন। অধিবেশনে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। তিনি দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে তাঁর দল পুনরায় প্রতিনিধি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে তিনি পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পীকার যুক্তরাজ্যের কমন্স সভার স্পীকার এর ন্যায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত নন এবং তিনি দলনিরপেক্ষ নন। কেননা তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন এবং স্পীকার থাকাকালীন সময় নিজ দলের স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। অধিকন্তু তিনি প্রতিনিধি সভায় নিজ দলের নেতারূপে কাজ করেন এবং প্রতিনিধি সভার সভাপতিত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং ভোটও দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি' অনুসৃত হওয়ার ফলে শাসন বিভাগের প্রধান বা ক্যাবিনেট সদস্যরা কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেন না কিংবা প্রতিনিধি সভায় নেতৃত্ব দিতে পারেন না। ফলে কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ অর্থাৎ প্রতিনিধি সভার নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা স্পীকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। তাই স্পীকার (Speaker) নির্বাচনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায় প্রধান দু'টি শক্তিশালী দলের (Democratic Party and Republican Party) মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়।

## স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পীকারের ক্ষমতা ও প্রভাব দীর্ঘ দিনের বিবর্তনের ফল। ১৯১০ সালের পূর্বে তিনি অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ক্ষমতা এত ব্যাপক ছিল যে তিনি নিজের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে পারতেন এবং নিজের খুশিমত প্রতিনিধি সভায় বিল উত্থাপন এবং তা পাসের ব্যবস্থা করতে পারতেন। বিধি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিধি প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও তিনি সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করতেন। স্পীকারের এ ক্ষমতা ও প্রভাবের জন্য অনেকে তাঁকে জার (Zar) নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ১৯১০ সালে রিপাবলিকান পার্টির স্পীকার Joseph, G, Cannon-এর স্বৈরাচারী কার্যকলাপের জন্য তাঁর নিজের দলের বেশ কিছু সদস্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তাঁরা গণতন্ত্রী দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে সামিল হন। এ আন্দোলনের ফলে স্পীকার

Joseph G. Cannon অপসারিত হন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা স্পীকারের হাতছাড়া হয়। বর্তমানে বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে স্পীকারের ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হয়েছে। তবে স্পীকারের ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পেলেও, স্পীকার এখনও নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে থাকেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

## অধিবেশন পরিচালনা ঃ

স্পীকার প্রতিনিধি সভার অধিবেশন পরিচালনা করেন এবং সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভার বিতর্ক, সদস্যদের বিতর্কে অংশগ্রহণ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রতিনিধি সভাকক্ষে সদস্যদের বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া স্পীকারের কাজ। কোন একটি বিষয়ের উপর বক্তৃতাদানের সময় একাধিক সদস্য দন্ডায়মান হলে সভার নিয়মানুযায়ী কোন্ সদস্য আগে বলবেন তা স্পীকার ঠিক করে দেন। সাধারণতঃ বক্তব্য পেশের সুযোগ-সুবিধা বন্টনের ক্ষেত্রে স্পীকার নিজ দলীয় সদস্যদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য দেখিয়ে থাকেন। কোন বিতর্কিত বিষয় সমাধানের জন্য তিনি প্রতিনিধি সভায় ভোট গ্রহণ ও তার ফলাফল ঘোষণা করেন। সভার সদস্য হিসেবে তিনি ভোট প্রদান করতে পারেন। তবে সাধারণতঃ তিনি ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু কোন বিষয়ে উভয় পক্ষে সমান ভোট পড়লে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তা নিরসনের জন্য তিনি সভার সভাপতির ক্ষমতা বলে ভোট প্রদান করে সমস্যার সমাধান করেন।

## নিয়মাবলী ব্যাখ্যাঃ

সভাপতি হিসেবে সভার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য যেসব নিয়মকানুন আছে তা ব্যাখ্যা করার অধিকতর ক্ষমতা স্পীকারের । কোন নিয়ম সম্পর্কে সভার সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। অবশ্য সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য স্পীকারের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হলে তা বাতিল করে দিতে পারেন। কিন্তু স্পীকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়ায় তাঁর ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ বাতিল হয় না। তাই এ সকল ক্ষেত্রে বৈধতার প্রশ্নে স্পীকারের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়।

## শান্তি শৃংখলা রক্ষা ঃ

প্রতিনিধি সভার শান্তি শৃংখলা রক্ষা করার দায়িত্ব স্পীকারের। অধিবেশন চলাকালে কোন সদস্য যাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে সে দিকে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। কোন সদস্য স্পীকারের নির্দেশ অমান্য করলে তিনি উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন । তবে এক্ষেত্রে সভার নির্দেশের প্রয়োজন হয়। বিশৃংখলা চরম আকার ধারণ করলে তিনি নিজ ক্ষমতা বলে অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বা বন্ধ করে দিতে পারেন। অধিবেশন চলাকালে সদস্যগণ অসম্মানজনক বা অপ্রাসঙ্গিক কোন শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করলে তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করেন।

## কমিটিতে বিল প্রেরণঃ

স্পীকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হল প্রতিনিধি সভার বিভিন্ন কমিটিতে বিল প্রেরণ করা। কোন্ কমিটিতে কোন্ বিল পাঠান হবে তা স্পীকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিলের বিষয়বস্তু অনুসারে প্রতিনিধি সভার ক্লার্ক (Clerk) বিলগুলোকে কমিটিসমূহের নিকট প্রেরণ করেন। অবশ্য অনেক সময় কোন্ বিল কোন্ কমিটিতে পাঠাতে হবে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

## নিয়োগদানের ক্ষমতা ঃ

স্পীকার প্রতিনিধি সভার বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রতিনিধি সভার সমগ্র কক্ষ কমিটির (Committee of the whole House) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ করেন। এছাড়া আইনের দ্বারা গঠিত অন্যান্য যৌথ ও কমিশনের সদস্যদেরও তিনি নিয়োগ করতে পারেন। আবার প্রতিনিধি সভায় অস্থায়ী স্পীকারকেও তিনি নিয়োগ করে থাকেন। তবে এ নিয়োগ কেবলমাত্র তিন দিনের জন্য কার্যকর থাকে।

**সমন্বয় সাধন করা ঃ**

মার্কিন প্রতিনিধি সভার সভাপতিকে একই সাথে প্রতিনিধি সভার সভাপতি এবং দলীয় নেতার কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়। উপরন্তু তাঁকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও প্রতিনিধি সভার সদস্যদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়।

**আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঃ**

প্রতিনিধি সভার সভাপতি হিসেবে স্পীকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। যদিও কোন বিলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্ট্যান্ডিং কমিটি (Standing Committee) এর হাতে ন্যস্ত। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তিনি এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তাই সার্বিক বিবেচনায় প্রতিনিধি সভায় আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এককভাবে স্পীকারই হলেন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

***সারকথাঃ***

*মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হল প্রতিনিধি সভা। প্রতিনিধি সভার সভাপতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে স্পীকারের ভূমিকা যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। তাই বর্তমানে মার্কিন স্পীকারের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা শাসনতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি পদাধিকারীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, নিজ দলের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের উপরও নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কার, বানস্টেইন ও মারফি (Carr, Bernestein and Murphy) বলেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় সর্বাধিক ক্ষমতা সম্পন্ন তিনজন পদাধিকারীর মধ্যে স্পীকার একজন।"*

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরে টিক দিন**

১. ১৯২৯ সালে আইনের মাধ্যমে মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভা কতজনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ?
ক. ৪৩৫ জনে;
খ. ৪৩০ জনে;
গ. ৪২৫ জনে।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী-পুরুষের ভোটদানের বয়সসীমা কত?
ক. ২১ বছর;
খ. ১৮ বছর;
গ. ১৯ বছর।

৩. কংগ্রেসের উভয় কক্ষে কোন বিল নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে চুড়ান্ত সমাধান করে-
ক. প্রেসিডেন্ট;
খ. স্পীকার;
গ. কনফারেন্স কমিটি।

৪. মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পীকারের ক্ষমতা হ্রাস করা হয় কত সালে?
ক. ১৯২০;
খ. ১৯১৫;
গ. ১৯১০।

**উত্তরমালাঃ** ১, ক ২, খ ৩, গ ৪ গ

**সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ**

১. ১৯১০ সালে প্রতিনিধি সভার স্পীকারের ক্ষমতা কেন হ্রাস করা হয়েছিল?

**রচনামূলক প্রশ্নঃ**

১. মার্কিন প্রতিনিধি সভার কার্যাবলী আলোচনা করুন।
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

# সিনেট

**উদ্দেশ্যঃ**

**এ পাঠ শেষে আপনি—**

- ◆ মার্কিন সিনেটের গঠন, কার্যাবলী ও অধিবেশন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ সিনেটের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ সিনেটের ক্ষমতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ◆ সিনেট শক্তিশালী হবার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ভূমিকাঃ

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ বা দ্বিতীয় পরিষদের নাম সিনেট। এ কক্ষকে অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব মূলক কক্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে মার্কিন কেন্দ্রীয় আইন সভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।

## সিনেটের গঠনঃ

মার্কিন সিনেট গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের সম-প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা। অঙ্গরাজ্যগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্য থাকলেও প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে ২ জন করে সদস্য নিয়ে সিনেট গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫০টি অঙ্গরাজ্য থাকায় সিনেটের মোট সদস্য সংখ্যা হল ১০০ জন। সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিনেটের অন্ততঃ ২/৩ অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। সমালোচকদের মতে এভাবে সিনেটে বৃহৎ অঙ্গরাজ্যগুলোর তুলনায় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## যোগ্যতাঃ

মার্কিন সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হতে হলে নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে ঃ

- প্রার্থীকে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে;
- তাঁকে অন্ততঃ ৯ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে;
- যে অঙ্গরাজ্য থেকে প্রার্থী হবেন, তাঁকে সেই রাজ্যের অধিবাসী হতে হবে।

## নির্বাচন পদ্ধতিঃ

১৯১৩ সালের পূর্বে সিনেটের সদস্যগণ প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের আইন-সভা কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। কিন্তু ১৯১৩ সালে মার্কিন সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বাতিল করে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সিনেটের সদস্যগণের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানেও এ ব্যবস্থা চালু আছে।

## সিনেটের কার্যকালঃ

সিনেট একটি স্থায়ী কক্ষ। এ কক্ষ কখনই একেবারে ভেঙ্গে যায় না। সিনেটের সদস্যগণ ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি ২ বছর অন্তর সিনেটের ১/৩ অংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং সে স্থানে নতুন সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু একই সময় কোন অঙ্গরাজ্য থেকে ২ জন সদস্য নির্বাচিত হন না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এর ফলে একই রাজ্য থেকে দুটি পৃথক রাজনৈতিক দল সিনেটে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে।

## সিনেটের অধিবেশন ঃ

প্রতিনিধি সভার মতই প্রতি বছর ৩রা জানুয়ারী মার্কিন সিনেটের অধিবেশন শুরু হয়। এবং উভয় কক্ষের অধিবেশন একই সাথে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে সিনেটের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনিও সভার কার্য পরিচালনার সময় প্রতিনিধি সভার স্পীকারের ন্যায় দলীয় পক্ষ সমর্থন করেন। তবে তিনি সাধারণতঃ কোন বিষয়ের ভোটাভুটির উপর অংশ গ্রহণ করেন না। তবে এ বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে সেক্ষেত্রে তিনি একটি 'নির্ণায়ক ভোট' (Casting Vote) প্রদান করে বিষয়টির সমাধান করে থাকেন।

## কমিটি ব্যবস্থা ঃ

প্রতিনিধি সভার ন্যায় সিনেটের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য কতকগুলো কমিটি রয়েছে। এ কমিটিগুলোর মাধ্যমে সিনেটের কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে। মার্কিন সিনেটে বর্তমানে ১৮টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে। বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি, অর্থ কমিটি, আয়-ব্যয় সম্পর্কিত কমিটি, বিচার বিষয়ক কমিটি, আন্তরাষ্ট্র- বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত কমিটি প্রভৃতি কমিটির মাধ্যমে সিনেটের কার্যাবলী পরিচালিত হয়।

## ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী তুলামূলকভাবে অনেক বেশী। সিনেট কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী যা তাকে সারা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর উচ্চ কক্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষে পরিণত করেছে। নিম্নে সিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

## আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে মার্কিন সিনেট প্রতিনিধি সভার মত সম ক্ষমতা সম্পন্ন। কেননা সাধারণ বিল সিনেট বা প্রতিনিধি সভা যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। আবার বিল পাশের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। তবে কোন অর্থ বিল সিনেটে উত্থাপিত হতে পারে না। সংবিধান অনুসারে সিনেট কোন অর্থ বিল উত্থাপন করতে না পারলেও তা সংশোধন করতে পারে। ফলে সিনেট কেবলমাত্র অর্থ বিলের 'শিরোনাম' ছাড়া বাকী অংশেরই পরিবর্তন সাধন করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থ বিলসহ সকল প্রকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সিনেট প্রতিনিধি সভার মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

মার্কিন সিনেট সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, পদস্থ কর্মচারী, রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এ সকল কর্মচারী নিয়োগ করতে হলে রাষ্ট্রপতিকে সিনেটের অনুমতি নিতে হয়। পদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের "সৌজন্য বিধি" (Senatorial Courtesy) নামে একটি শাসনতান্ত্রিক রীতি গড়ে উঠেছে। এ রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব সিনেটে পাঠান হলে সিনেটের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় প্রায় সব সময় সিনেট রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবে হ্যাঁ সূচক সম্মতি দেয়। তবে সিনেট ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবকে নাকচ করে দিতে পারে। ১৯৩৯ সালে ভার্জিনিয়া রাজ্যের জাতীয় বিচারপতি পক্ষে রুজভেল্টের মনোনীত প্রার্থীর নিয়োগ সিনেট প্রত্যাখ্যান করে। সাম্প্রতিককালেও এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। ক্ষমতার ভারসাম্যনীতির এ এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

## তদন্ত করার ক্ষমতা ঃ

সিনেট কমিটি নিয়োগ করে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত বা অনুসন্ধান করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত কমিটি যে কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করতে পারে। তাই পদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ সিনেটের তদন্তের ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে

কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সিনেট তাকে চাকুরীচ্যুত বা পদোন্নতির পথও চিরদিনের জন্য রোধ করে দিতে পারে।

### বিচার বিষয়ক ক্ষমতা ঃ

সিনেটের হাতে গুরুত্বপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সিনেট রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি বা উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা ইমপিচমেন্ট (Impeachment) আনতে পারে না। কিন্তু প্রতিনিধি সভা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব অনুমোদন করলে সিনেট প্রস্তাবিত অভিযোগ বা ইমপিচমেন্টের বিচার করতে পারে। এ রকম বিচার কার্য চলার সময় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। সিনেট বিচার বিবেচনা করে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রস্তাব পাস করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে হয়।

### নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

সিনেটের নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা কেবলমাত্র উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। মার্কিন সংবিধান অনুসারে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে কেউ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সিনেট অধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন এমন দু'জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে একজনকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারে।

### পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা ঃ

যে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য সিনেট রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করতে পারে। রাষ্ট্রপতির পক্ষে বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে নীতি নির্ধারণ বা তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির মতামতকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রপতি ভালভাবেই জানেন যে সিনেটের অনুরোধ উপেক্ষা করার অর্থ তার বিরাগভাজন হওয়া। তাই রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ বৈদেশিক ও সামরিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে থাকে। সিনেট ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি বা সন্ধি দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রত্যাখান করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সিনেট কর্তৃক ভার্সাই চুক্তির প্রত্যাখ্যান।

### সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সিনেট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। মার্কিন সংবিধান অনুসারে সংবিধান সংশোধনের কোন প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন করতে হলে সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন হয়।

## পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্বিতীয় পরিষদ হিসেবে সিনেট

মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় সিনেটের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের আইন সভার দ্বিতীয় পরিষদের হাতে এত বেশী ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়নি। এ কারণে মার্কিন সিনেটকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উচ্চ কক্ষ বলে অভিহিত করা হয়। জে, পি হ্যারিস J. P. Harris বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন সভার উচ্চ কক্ষের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন - "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটই হল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ।" মার্কিন সিনেটকে কেন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয় তা বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের দ্বিতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সাথে মার্কিন সিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হলঃ

### ব্রিটেনের লর্ড সভার সাথে তুলনা ঃ

গ্রেট ব্রিটেনের লর্ড সভার সাথে মার্কিন সিনেটের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে উভয়ই আইন সভার উচ্চ কক্ষ হলেও মার্কিন সিনেট ব্রিটেনের লর্ড সভার তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী।

**প্রথমতঃ** আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মার্কিন সিনেট ব্রিটেনের লর্ড সভা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। কেননা মার্কিন কংগ্রেসের যে কোন কক্ষে সাধারণ বিল উত্থাপন করা গেলেও উভয় কক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে সাধারণ বিল উত্থাপন করা গেলেও বিল পাশের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের ভূমিকা সমান নয়। কোন সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রে বিলটি

যদি কমন্স সভার পর পর দুটি অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং প্রথম অধিবেশনে বিলটির দ্বিতীয় পাঠ ও দ্বিতীয় অধিবেশনে বিলটির তৃতীয় পাঠের এক বছর সময় অতিবাহিত হয় তাহলে লর্ড সভার সম্মতি ছাড়াই বিলটিকে রাজা বা রানীর আনুষ্ঠানিক সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের লর্ড সভার চেয়ে মার্কিন সিনেট অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। আবার অর্থ বিল পাশের ক্ষেত্রেও মার্কিন সিনেটের ক্ষমতা অনেক বেশী। ব্রিটেনের লর্ড সভায় কোন অর্থ বিল উত্থাপিত হতে পারে না, আবার অর্থ বিল সংশোধনের কোন ক্ষমতাও লর্ড সভার নেই। বরং কমন্স সভায় কোন অর্থ বিল গৃহীত হলে লর্ড সভা এক মাসের মধ্যে সম্মতি না দিলে তার অনুমোদন ছাড়াই বিলটিকে রাজা বা রানীর আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরের জন্য পাঠান হয়। কিন্তু মার্কিন সিনেট কেবলমাত্র অর্থ বিলের 'শিরোনাম' ছাড়া বাকী সব অংশের সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারে। তাছাড়া মার্কিন সিনেট কোন অর্থ বিলে সম্মতি না দিলে কেবলমাত্র প্রতিনিধি সভার সম্মতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিলটি গৃহীত হতে পারে না।

**দ্বিতীয়তঃ** শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লর্ড সভা প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে ব্রিটেনের শাসন বিভাগ লর্ড সভার সম্মতি ছাড়াই আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কারণ ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বা শাসন বিভাগকে তাদের সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য লর্ড সভার নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয় না। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি বা শাসন বিভাগ সিনেটের সম্মতি ছাড়া আন্তর্জাতিক চুক্তি, উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রপতি বা শাসন বিভাগকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সিনেটের সাথে পরামর্শ করতে হয় কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বা শাসন বিভাগকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লর্ড সভার সাথে কোন পরামর্শ করতে হয় না। এ ক্ষেত্রে কমন্স সভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**তৃতীয়তঃ** একমাত্র বিচার বিভাগীয় কার্যাবলীর ক্ষেত্রে লর্ড সভা মার্কিন সিনেটের তুলনায় বেশী ক্ষমতা ভোগ করে। কারণ, লর্ড সভা যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মার্কিন সিনেটের এরূপ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা নেই। তবে বিচারপতিদের নিয়োগ সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ বলে সিনেট বিচার বিভাগকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

## ভারতের রাজ্য সভার সাথে তুলনা ঃ

ভারতের পার্লামেন্ট দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। যথা- লোকসভা এবং রাজ্য সভা। লোক সভাকে নিম্নকক্ষ এবং রাজ্য সভাকে উচ্চ কক্ষ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ভারতের উচ্চ কক্ষ বা রাজ্য সভা মার্কিন সিনেটের মত ক্ষমতা বা মর্যাদার অধিকারী নয়। কারণঃ

- রাজ্য সভায় কোন অর্থ বিল উত্থাপিত হতে পারে না;
- অর্থবিলের কোন অংশ সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা রাজ্য সভার নেই;
- লোক সভা রাজ্য সভার সম্মতির জন্য কোন অর্থ বিল প্রেরণ করলে রাজ্য সভা যদি সম্মতি না দেয় তাহলে ২৪ দিনের মধ্যে বিলটিকে ফেরত পাঠাতে হয়। অন্যথায় বিলটি গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।
- অর্থবিল সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভা রাজ্য সভার কোন সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে আবার গ্রহণ করতে নাও পারে।
- ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকলেও রাজ্য সভার নিকট দায়িত্বশীল নয়।

## কানাডার সিনেটের সাথে তুলনা ঃ

কানাডার আইন সভাও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট । এর উচ্চ কক্ষকে সিনেট (Senate) এবং নিম্নকক্ষকে কমন্স সভা (House of Commons) বলা হয়। কানাডায় অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের বিল সিনেটে উত্থাপন করা যায়। কিন্তু সিনেট ইচ্ছা করলে অর্থ বিল সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কানাডার সংবিধান অনুসারে সিনেট অর্থ বিল সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেও সিনেটের সদস্যরা কমন্সসভার সদস্যদের থেকে কম মর্যাদার অধিকারী। কারণ, কানাডার সিনেটের সদস্যগণ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক সারা জীবনের জন্য নিযুক্ত হন কিন্ত কমন্স সভার সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের

জন্য নির্বাচিত হন। ফলে কানাডার সিনেট সদস্যগণ একদিকে স্বীয় দেশের কমন্স সভার সদস্যদের চেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী, অন্যদিকে মার্কিন সিনেট সদস্যদের চেয়েও কম ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে থাকেন।

## ফরাসী সিনেটের সাথে তুলনাঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ফ্রান্সের আইন সভাও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। এর উচ্চ কক্ষ হল সিনেট (Senate) এবং নিম্ন কক্ষ হল জাতীয় সভা বা (National Assembly) কেবলমাত্র অর্থ বিল পাস ও সরকারের দায়িত্বশীলতাকে কার্যকর করার ক্ষেত্র ছাড়া সিনেট জাতীয় সভার সমান ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। অবশ্য মার্কিন সিনেট অর্থ বিলের 'শিরোনাম' ছাড়া বাকী সব অংশের সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারে ফরাসী সিনেট তা করতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য বিল পাশের ক্ষেত্রে মার্কিন সিনেটের মত ফরাসী সিনেটের সম্মতির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সন্ধি বা চুক্তির অনুমোদন, ইমপিচমেন্টের বিচার, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মার্কিন সিনেটের যেরূপ ক্ষমতা রয়েছে ফরাসী সিনেটের তেমন কোন ক্ষমতা নেই। তবে কোন কারণে ফরাসী রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে বা তাঁর পদ শূন্য হলে সিনেটের সভাপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মার্কিন সিনেট সভাপতির এরূপ কোন ক্ষমতা নেই। এ ক্ষমতা জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকারের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। ফরাসী সিনেটের এ ক্ষমতা অভিনব হলেও সামগ্রিক ক্ষমতা ও পদ মর্যাদার বিচারে তা মার্কিন সিনেটের সমকক্ষ নয়।

অন্যান্য দেশের দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সাথে মার্কিন সিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের তুলনামূলক আলোচনা করলে মার্কিন সিনেটের প্রাধান্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা সিনেটের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাই তাকে এ বিশিষ্টতা দান করেছে।

***সারকথাঃ***

*প্রকৃতপক্ষে মার্কিন সিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মার্কিন সিনেটই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ। কেননা অন্য কোন দেশের দ্বিতীয় কক্ষ দেশের শাসন কার্য পরিচালনার ব্যাপারে এত বেশি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভোগ করতে পারে না। তাই মার্কিন সিনেট হল একটি শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ।*

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরে টিক দিন**

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা কত?
ক. ৪৯টি;
খ. ৫০টি;
গ. ৫২টি।

২. প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সিনেটের সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় কত সালে?
ক. ১৯১৩;
খ. ১৯১৪;
গ. ১৯১৮।

৩. যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থানের জন্য সিনেটের কত শতাংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন?
ক. সিনেটের তিন চতুর্থাংশ সদস্য;
খ. সিনেটের এক তৃতীয়াংশ সদস্য;
গ. দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য।

৪. প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে ক'জন সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন ?
ক. ৪ জন;
খ. ৩ জন;
গ. ২ জন।

**উত্তরমালাঃ** ১, খ ২, ক ৩, গ ৪, গ

**সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ**

১. মার্কিন সিনেট কিভাবে গঠিত হয়?

**রচনামূলক প্রশ্নঃ**

১. মার্কিন সিনেটকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয় কেন?

# মার্কিন কংগ্রেসে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

পাঠ-৩

**উদ্দেশ্যঃ**

**এ পাঠ শেষে আপনি—**

- ◆ মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি যুক্তরাজ্যের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। যুক্তরাজ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ না থাকায় মন্ত্রীগণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বেশিরভাগ বিলই মন্ত্রীগণ উত্থাপন করে থাকেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ থাকায় রাষ্ট্রপতি বা শাসন বিভাগ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। মন্ত্রীগণ কোন বিল কংগ্রেসে উত্থাপন করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও তার কমিটিগুলো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী বিল (Government Bill) বলে কোন বিলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। এখানে সরকারের তৈরী কোন বিলকেও কংগ্রেসের কোন সদস্যের মাধ্যমে পেশ করতে হয়। একমাত্র অর্থ বিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল কংগ্রেসের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। অর্থ বিল কেবল মাত্র প্রতিনিধি সভাতে উত্থাপন করতে হয়।

মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন পদ্ধতিকে নিম্নোক্ত ৫টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় । যথা -

- বিল উত্থাপন ;
- কমিটি পর্যায়;
- প্রতিনিধি সভায় বিলের অনুমোদন;
- সিনেটে বিলের অনুমোদন এবং
- রাষ্ট্রপতির অনুমোদন।

## বিল উত্থাপন ঃ

একমাত্র অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল মার্কিন কংগ্রেসের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। অর্থ বিল কেবলমাত্র প্রতিনিধি সভায় উত্থাপন করতে হয়। সিনেট বা প্রতিনিধি সভার যে কোন সদস্য নিজ নিজ কক্ষে বিল উত্থাপন করতে পারেন। উত্থাপক নিজের স্বাক্ষরযুক্ত বিলের একটি কপি প্রতিনিধি সভার ক্ষেত্রে ক্লার্কের এবং সিনেটের ক্ষেত্রে সেক্রেটারীর টেবিলের উপর রক্ষিত বাক্সের (hopper) মধ্যে ফেলে দেন। এভাবে বিলটি বাক্সের ভিতর রেখে দিলেই বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এরপর ক্লার্ক বা সেক্রেটারী বিলটিতে ক্রমিক নং বসিয়ে বিলের মুদ্রিত কপি অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করে। এ পদ্ধতিকে বিলের প্রথম পাঠ (First Reading) বলা হয়।

## কমিটি পর্যায় ঃ

প্রথম পাঠের পর বিলের শিরোনাম অনুসারে বিলটিকে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। কোন বিল কোন কমিটির কাছে পাঠাতে হবে তা সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি ঠিক করেন। কমিটির নিকট বিল পাঠান হলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট কমিটি বিলের গুরুত্ব সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করেন। কমিটি যে সকল বিলকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে সেগুলোকে ফাইল বন্দি করে ফেলে রাখে। এভাবে শতকরা ৫০-৭৫ ভাগ বিল সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয় না। কমিটি যে বিলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে সেগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং নানা সূত্র থেকে সংশ্লিষ্ট বিল সম্পর্কে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করে। সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী, বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বা বাইরের কোন লোকও বিল সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে পারে। বিতর্কমূলক বিল সম্পর্কে সাধারণতঃ

প্রকাশ্য শুনানীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যাই হোক বিলটিকে বিস্তারিতভাবে বিচার বিবেচনা করে কমিটি সংশ্লিষ্ট বিল সম্পর্কে নিম্নোক্ত যে কোন একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারেঃ

- কোন রকম সংশোধন না করে বিলটিকে সেই কক্ষে ফেরত পাঠাতে পারে বা অনুমোদনের সুপারিশ করতে পারে;
- প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর বিলটি গ্রহণ করার জন্য কক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারে;
- কেবলমাত্র শিরোনামটি ছাড়া বাকী সব অংশের পরিবর্তন সাধন করে কার্যতঃ একটি নতুন বিল পাঠিয়ে কক্ষের কাছে তা পাশের জন্য সুপারিশ করতে পারে;
- কমিটি ইচ্ছা করলে কোন বিলকে গ্রহণ না করার জন্য কক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারে।

**সাধারণতঃ** কমিটির চেয়ারম্যান বা তাঁর মনোনীত কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট বিল সম্পর্কে কক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করে থাকেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিলের ক্ষেত্রে কমিটিকে বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট পেশ করতে হয়।

## প্রতিনিধি সভায় বিলের অনুমোদন ঃ

কমিটির রিপোর্টসহ বিলটি প্রতিনিধি সভায় ফেরত আসার পর প্রতিনিধি সভার ক্লার্ক বিলের চরিত্র ও শ্রেণী অনুযায়ী বিলটি তালিকাভুক্ত করেন। এ তালিকাকে ক্যালেন্ডার (Calendar) বলা হয়। প্রতিনিধি সভায় ৩ ধরনের ক্যালেন্ডার রয়েছে। যথা - (ক) ইউনিয়ন ক্যালেন্ডার (Union Calendar) (খ) হাউজ ক্যালেন্ডার (House Calendar) (গ) প্রাইভেট ক্যালেন্ডার (Private Calendar)। রাজস্ব ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিলকে ইউনিয়ন ক্যালেন্ডার, পাবলিক বিলকে হাউজ ক্যালেন্ডার এবং প্রাইভেট বিলকে প্রাইভেট ক্যালেন্ডারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সাধারণত রাজস্ব সংক্রান্ত বিলগুলো আগে আলোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট কক্ষটি সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট বিচার বিবেচনার জন্য একটি সমগ্র কক্ষ কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় স্পীকারের পরিবর্তে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১০০ জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম বা গণপূর্তি হয় এবং সভার কাজ চলতে থাকে। বিলের এ পর্যায়ের আলোচনাকে বিলের দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) বলে। এ পর্যায়ে বিলটির সংশোধনী উত্থাপন করা যায়। সমগ্র কক্ষ কমিটিতে আলোচনা শেষে বিলটিকে পুনরায় প্রতিনিধি সভায় প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি সভায় সমগ্র কক্ষ কমিটির সুপারিশগুলো বিচার বিবেচনা করা হয়। একে বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading) বলে। এরপর বিলটি পাশের জন্য ভোটে দেওয়া হয়। ভোটের ফলাফল অনুসারে বিলটি গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি গৃহীত হলে স্পীকারের স্বাক্ষরসহ বিলটিকে সিনেটে পাঠান হয়।

## সিনেটে বিলের অনুমোদন ঃ

প্রতিনিধি সভায় কোন বিল গৃহীত হবার পর তা বিচার বিবেচনার জন্য সিনেটে প্রেরণ করা হয়। তবে প্রতিনিধি সভার মত সিনেটেও বিলটিকে নির্দিষ্ট কতকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়। এক্ষেত্রে বিলের আলোচনা করার সময় প্রতিনিধি সভার সদস্যদের অপেক্ষা সিনেট সদস্যরা অধিক সময় ধরে আলোচনা করতে পারে। প্রতিনিধি সভা কর্তৃক গৃহীত বিলে সিনেট সম্মতি প্রদান করলে প্রতিনিধি সভার স্পীকার ও সিনেটের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সিনেট যদি প্রতিনিধি সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করে অর্থাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে যদি মতভেদের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে বিলটিকে কনফারেন্স কমিটিতে (Conference Committee)-পাঠান হয়। কনফারেন্স কমিটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উভয় কক্ষের মধ্যে মতানৈক্যের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করে। কিন্তু কনফারেন্স কমিটি আপোস মীমাংসা করতে ব্যর্থ হলে এ কমিটিতেই বিলটির অপমৃত্যু ঘটে।

## রাষ্ট্রপতির অনুমোদনঃ

কংগ্রেসের উভয় কক্ষে বিলটি গৃহীত হবার পর তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি বিলটি সম্পর্কে তিন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে বা ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করলে বিলটি যে কক্ষে উত্থাপিত হয়েছিল ১০ দিনের মধ্যে সেই কক্ষে ফেরত পাঠাতে হয়। এ অবস্থায় কংগ্রেসের উভয় কক্ষের প্রত্যেকটিতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে বিলটি পুনরায় গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়াই বিলটি আইনে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ আবার কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে রাষ্ট্রপতি

যদি ১০ দিনের মধ্যে কোন বিলে সম্মতি প্রদান না করে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়াই বিলটি আইনে পরিণত হয়ে যায়। তবে ঐ দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যদি কংগ্রেসের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে সেক্ষেত্রে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির এ ক্ষমতাকে পকেট ভেটো (Pocket Veto) বলে। এভাবে ভেটো প্রয়োগ করে বা ভেটো প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে ক্ষমতাসত্রীকরণ নীতি বহাল থাকলেও এখানে ক্ষমতার 'ভারসাম্য নীতি'র প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

***সারকথাঃ***

*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি যুক্তরাজ্যের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। যুক্তরাজ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ না থাকায় মন্ত্রীগণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বেশিরভাগ বিলই মন্ত্রিগণ উত্থাপন করে থাকেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ থাকায় রাষ্ট্রপতি বা শাসন বিভাগ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। মন্ত্রীগণ কোন বিল কংগ্রেসে উত্থাপন করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও তার কমিটিগুলো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী বিল (Government Bill) বলে কোন বিলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। এখানে সরকারের তৈরী কোন বিলকেও কংগ্রেসের কোন সদস্যের মাধ্যমে পেশ করতে হয়। একমাত্র অর্থ বিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল কংগ্রেসের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। অর্থ বিল কেবল মাত্র প্রতিনিধি সভাতে উত্থাপন করতে হয়।*

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরে টিক দিন**

১. প্রতিনিধি সভায় কোন বিল গৃহীত হবার পরে তা বিচার বিবেচনার জন্য কোথায় পাঠানো হয়?
ক. প্রেসিডেন্টের কাছে;
খ. বিচারপতির কাছে;
গ. অংগ রাজ্যের গভর্নরের কাছে;
ঘ. উপরে কারও কাছেই নয়।

২. কংগ্রেসের উভয় কক্ষে বিল গৃহীত হবার পর তা কার সম্মতির প্রয়োজন?
ক. স্পিকারের;
খ. রাষ্ট্রপতির;
গ. বিচার বিভাগের;
ঘ. উপরে কারও কাছেই নয়।

৩. মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন কার্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে?
ক. ভীতির মাধ্যমে;
খ. ব্যক্তিত্ব দিয়ে;
গ. পকেট ভেটোর মাধ্যমে;
ঘ. কোনভাবেই নয়।

**উত্তরমালাঃ** ১. খ ২. খ ৩. গ

**সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ**

১. মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়নের পর্যায়গুলো কি?
২. পকেট ভেটো কি?

**রচনামূলক প্রশ্নঃ**

১. মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

# বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা

পাঠ-৪

**উদ্দেশ্যঃ**

**এ পাঠ শেষে আপনি—**

- ◆ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ◆ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

## যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা

মার্কিন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। তবে মার্কিন সংবিধানের ৩(১) নং ধারা অনুসারে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট এবং কংগ্রেস কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত অধস্তন আদালতগুলোর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এ সব আদালত প্রতিষ্ঠা করতে কংগ্রেসকে বাধ্য করা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট বা কংগ্রেস তাদের ইচ্ছ অনুযায়ী এসব আদালত প্রতিষ্ঠা করে থাকে। মার্কিন কংগ্রেস ১৭৮৯ সালের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত আইন (The Judiciary Act of 1789) এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধস্তন আদালতসমূহ স্থাপন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আদালত হল সুপ্রিম কোর্ট। তার নীচের স্তরে আছে যুক্তরাষ্ট্রের আপীল আদালতসমূহ। এ আদালতগুলোর পরবর্তী স্তরে জেলা আদালতসমূহের অবস্থান। উপরোক্ত তিন ধরণের শাসনতান্ত্রিক আদালত ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন ধরনের বিশেষ আদালত আছে। সুপ্রীম কোর্টের রয়েছে মূল এলাকা ও আপিল এলাকা। কিন্তু আপিল আদালতের কেবলমাত্র আপিল এলাকা এবং জেলা আদালতসমূহের কেবল মাত্র মূল এলাকা রয়েছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১টি যুক্তরাষ্ট্রীয় আপিল আদালত এবং ৯১টি জেলা আদালত রয়েছে।

## সুপ্রীম কোর্ট ঃ

মার্কিন সংবিধান অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত বলা হয়। হাডসন (C.S. Hudson) এর মতে "The Suprime Court of the United States is the only Federal Court set by the constitution it self..... It is the highest court in the nation." কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের জন্মলগ্নে তার ভূমিকা এত ব্যাপক ও কর্তৃত্বপূর্ণ ছিল না। পরবর্তী সময়ে সুপ্রীমকোর্ট তার নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি এইভাবে বৃদ্ধি করেছে যে, তাকে নিঃসন্দেহে সংবিধানের অভিভাবক বলা যায়।

## সুপ্রীম কোর্টের গঠন ঃ

১৭৮৯ সালে প্রণীত বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন (The Judiciary Act of 1789) অনুসারে একজন প্রধান বিচারপতি এবং পাঁচজন সহযোগী বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়েছিল। কংগ্রেস বিভিন্ন সময় আইন প্রণয়ন করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। তবে বর্তমানে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং আটজন সহযোগী বিচারপতি নিয়ে গঠিত। মার্কিন সংবিধান অনুসারে বিচার কার্য চলার সময় কমপক্ষে ছয়জন বিচারপতি উপস্থিত থাকতে হয়। বিচারপতিদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সুপ্রীম কোর্ট কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ পাঁচজন বিচারপতির সমর্থনে কোন বিষয়ে গৃহীত হতে পারে। প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

## বিচারপতিদের নিয়োগ এবং অপসারণঃ

মার্কিন রাষ্ট্রপতি সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। বিচারপতিদের যোগ্যতা সম্পর্কে মার্কিন সংবিধানে কোন কথা উল্লেখ করা হয় নি। নির্দিষ্ট যোগ্যতার কোন উল্লেখ না থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতিগণ সাধারণত নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং

সর্বোপরি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বিচারপতিদের নিয়োগ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন সর্বপ্রথম এ নজির সৃষ্টি করেন এবং এ ধারা বর্তমানেও লক্ষণীয়। আবার সব সময় কেবল দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয় এমন নয়। সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভের পর একমাত্র ইমপিচমেন্ট ছাড়া কাউকে অপসারণ করা যায় না। অপসারণের অভিযোগটি প্রথমে প্রতিনিধি সভার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অনুমোদিত হওয়ার পর সিনেটে পাঠাতে হয়। এরপর সিনেটে উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অভিযুক্ত বিচারপতি দোষী প্রমাণীত হলে তাকে অপসারণ করা হয়।

## বিচারপতিদের কার্যকাল এবং বেতন ঃ

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে একবার নিয়োগ পেলে মৃত্যু পর্যন্ত কিংবা যতদিন পর্যন্ত যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন, ততদিন পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকতে পারেন। কারণ মার্কিন সংবিধানে বিচারপতিদের কার্যকাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। তাই বিচারপতিগণ যতদিন ইচ্ছা স্বপদে বহাল থাকতে পারেন। বর্তমানে অবশ্য বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের ব্যাপারে একটি প্রথা মেনে চলা হয়। কোন বিচারপতির বয়স ৭০ বছর অতিবাহিত হবার পর তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয় বা পদত্যাগ করতে হয়। মার্কিন কংগ্রেস আইনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা নির্দিষ্ট করে দেন।

## সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও ভূমিকা ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট অন্য যে কোন দেশের সুপ্রীম কোর্ট অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। আইনের ব্যাখ্যা এবং সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট তার ক্ষমতা ও ভূমিকার পরিধিকে সম্প্রসারিত করেছে। তাই মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

## আইনের ব্যাখ্যা ঃ

মার্কিন সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা হ্যামিলটন (Hamilton) এর মতে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ আইন সভা কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মত মার্কিন সুপ্রীম কোর্টও কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করে থাকে। সুপ্রীম কোর্ট কোন আইনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে সেই ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করা হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা অনুসারেই কোন মামলা মীমাংসার ক্ষেত্রে সেই আইন প্রয়োগ করা হয়। বিচারপতি মার্শাল (Marshall) সরকারী বনাম ম্যাডিসন (১৮০৩) মামলার রায় দান সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, আইনের অর্থ ব্যাখ্যা করার সুস্পষ্ট ক্ষমতা আদালতের আছে।

## নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টকে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষক বলে অভিহিত করা হয়। মূল মার্কিন সংবিধানে নাগরিক অধিকার সমূহের কোন উল্লেখ না থাকলেও সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনীর মাধ্যমে নাগরিকদের কতকগুলো মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনে নাগরিকদের অধিকারগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন অনুসারে কোন অঙ্গরাজ্য নাগরিকদের অধিকার সমূহ বা সুযোগ সুবিধা ক্ষুন্ন করতে পারবে না। আবার পঞ্চদশ সংশোধন অনুসারে বর্ণ, বংশ, ধর্ম বা পূর্ব দাসত্বের অজুহাতে কোন মার্কিন নাগরিককে তার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মার্কিন নাগরিকদের এসব অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর অর্পণ  করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিকদের এসব অধিকারসমূহ সংরক্ষণের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে থাকে। কেন্দ্রীয় বা অঙ্গ রাজ্যের আইন সভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন নির্দেশ নাগরিক অধিকার সমূহের বিরোধী হলে সুপ্রীম কোর্ট সেগুলো বাতিল করে দিতে পারে।

## সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা ঃ

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে অভিহিত। সংবিধানের ব্যাখ্যা কর্তা হিসেবে সুপ্রীমকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন সংবিধান একটি লিখিত দলিল এবং দেশের শাসন কার্য পরিচালনায় এ সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সংবিধান বিরোধী কোন কাজ করতে পারে না। সংবিধানের পবিত্রতা ও প্রাধান্য রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর অর্পণ করা হয়েছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট নিজের উদ্যোগে সংবিধান ব্যাখ্যা করতে যায় না। সংবিধান পরিপন্থি কোন মামলা বিচারের সময় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেয় তা চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট যে ভাবে সংবিধানের অর্থ স্থির করে মার্কিন সংবিধানের অর্থ সে ভাবেই স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত সংবিধানের ব্যাখ্যাই হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম সাংবিধানিক আইন । আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগুলোর আইন ও শাসন বিভাগ কাজ করছে কিনা তাও সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিবেচনা করে থাকে। আইন বা শাসন বিভাগ সংবিধান পরিপন্থী কোন কাজ করলে সুপ্রীম কোর্ট সে কাজকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এভাবে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট নিজেকে সংবিধানের নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

## সংবিধান সম্প্রসারণ ঃ

মার্কিন সংবিধান সম্প্রসারণে সুপ্রীম কোর্ট উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সুপ্রীম কোর্ট নিরবচ্ছিন্নভাবে শাসনতন্ত্রের বাখ্যা- বিশ্লেষণের সাহায্যে শাসনতন্ত্রের ধারণার পরিবর্তন করেছে এবং জীবন্ত ও অর্থবহ করে তুলেছে। শাসনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে বিভিন্ন সময়ে ও প্রয়োজনে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণে সাহায্য করেছে। সুপ্রীম কোর্টের এ ভূমিকা সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। মার্কিন সংবিধান একটি লিখিত দলিল। তাই এ সংবিধান সংশোধন অত্যন্ত জটিল। তাই সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গতিশীলতা রক্ষা করে থাকে। ফলে সংবিধানের সম্প্রসারণ ঘটে। এভাবে সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যার মাধ্যমে মার্কিন সংবিধান নতুন রূপ ও অর্থ লাভ করে।

## নীতিনির্ধারক হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট ঃ

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট তার কার্যাবলীকে কেবলমাত্র বিচার বিভাগীয় কার্যাবলীর মধ্যেই সীমিত রাখে না। আইনের বৈধতা বিচারের মাধ্যমে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট জাতীয় নীতি নির্ধারক হিসেবেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। আইন সভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন অথবা শাসন বিভাগের কোন নির্দেশ সুপ্রীম কোর্ট যখন সংবিধান বিরোধী বলে মনে করে তখন আদালত কার্যতঃ আইন, নির্দেশ, আদেশ বা কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতিরই বিরোধীতা করে। এভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আবার দুটি পরস্পর বিরোধী নীতির মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট শাসন নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট শাসন নীতির পরিবর্তন করতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করতে হতো। ১৯৫৪ সালে বিচারপতি ওয়ারেন এর নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্ট এরূপ ব্যবস্থাকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করে এবং বাতিল করে দেয়। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত নীতিটির পরিবর্তন সাধন করতে সরকার বাধ্য হয়।

## বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিচারালয় আর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা। এই ক্ষমতায় মূল কথা হচ্ছে মার্কিন দেশের কোন আইন সংবিধান সম্মত কিনা তা যাচাই পূর্বক তা যদি সংবিধান পরিপন্থী হয় তবে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। মূলতঃ মার্কিন শাসনতন্ত্রের অভিভাবক ও চরম ব্যাখ্যাকার হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা ব্যাপক ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের স্ব আরোপিত ক্ষমতা। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের কোথাও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কথা বলা হয় নি। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা আছে বলে যারা দাবী করেন তারা মার্কিন সংবিধানের ৩নং ও ৬নং ধারা দুটির সাহায্যে নিজেদের যুক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। অথচ ৩নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন

ও চুক্তি সংক্রান্ত যে কোন বিবাদের নিস্পত্তি করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের আছে। আবার ৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এবং সেই সংবিধান অনুযায়ী যে সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণীত হবে অথবা যে সব চুক্তি সম্পাদিত হবে সেগুলো দেশের সর্বোচ্চ আইন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন সংবিধানের ৩নং ও ৬নং ধারার কোথাও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করার উল্লেখ নেই। বরং সুপ্রীম কোর্ট নিজেই এ ক্ষমতা নিজের এক্তিয়ারে নিয়েছে। তাই বর্তমানে এ ক্ষমতাকে মার্কিন সংবিধান বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

মার্কিন সংবিধানে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ না থাকলেও তা প্রধানত মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মার্শাল (Marshall) সরকারী বনাম ম্যাডিসন (Marbery Vs Madison, 1803) মামলায় যে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন তা থেকেই এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এ মামলার মূল কথা ছিল এরূপঃ ১৮০১ সালে President Adams - Marbury কে কলম্বিয়ার বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করেন। কিন্তু উক্ত নিয়োগের পরোয়ানা জারীর পূর্বেই তাঁর প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। পরে নতুন প্রেসিডেন্ট Jefferson Marbury কে প্রদান করতে অস্বীকার করলে Marbury সুপ্রীম কোর্টে রীট আবেদন পেশ করেন। এ রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮০৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মার্শাল (Marshall) যে রায় প্রদান করেন তাতে উল্লেখ করেন যে Marbury কমিশন পাবার যোগ্য; কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের রীট ইস্যু করার কোন ক্ষমতা নেই। কারণ ১৭৮৯ সালের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত আইন (The Judicial Act of 1789) সুপ্রীম কোর্টকে রীট ইস্যু করার যে ক্ষমতা প্রদান করেছিল তা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী। ফলে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল বলে ঘোষণা করে।

সুপ্রিম কোর্টে বর্তমানে এ ক্ষমতা আরো ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী হয়ে উঠেছে। কোন আইন বৈধ কিনা সে বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট মতামত না দেওয়া পর্যন্ত সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যায় যে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতার মাধ্যমে নিজেকে কংগ্রেসের উর্ধ্বে চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পন্ন তৃতীয় কক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট সুপ্রীম কোর্ট কে জাতীয় আইন সভার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সম্পন্ন তৃতীয় কক্ষ (Third Legislature) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

***সারকথাঃ***

*মার্কিন বিচার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল দ্বৈত বিচার ব্যবস্থা। যথা- (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও (খ) অঙ্গরাজ্যগুলোর আদালত। অঙ্গরাজ্যগুলোর বিচারপতিগণ নিজ নিজ রাজ্যের সংবিধান অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু তাদের কোন সিদ্ধান্ত বা রায় জাতীয় আইন বা মার্কিন সংবিধান বিরোধী হতে পারে না। আবার অঙ্গরাজ্যগুলোর স্ব স্ব শাসনতন্ত্র অনুসারে নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এর ফলে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর বিচার ব্যবস্থা আলাদা মনে হলেও তা একেবারে স্বতন্ত্র নয়। অঙ্গরাজ্যগুলোর শাসনতন্ত্র যেমন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অধীন তেমনি অঙ্গরাজ্যগুলোর বিচার ব্যবস্থাও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার অধীন।*

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

## নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

### সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. মার্কিন সংবিধান প্রণেতাগণ সম্মিলিত হয়েছিলেন কোথায়?
ক. ফিলাডেলফিয়া;
খ. ওয়াশিংটনেয়;
গ. ক্যালিফোর্নিয়ায়।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আপিল আদালতের সংখ্যা কত?
ক. ১০টি;
খ. ১১টি;
গ. ১৫টি।

৩. মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি ও আটজন সহযোগী বিচারপতি নিয়ে গঠিত কত সালের আইন অনুযায়ী?
ক. ১৭৮৯;
খ. ১৮০৭;
গ. ১৮৬৯।

৪. মার্কিন সংবিধানের অভিভাবক হল -
ক. কংগ্রেস;
খ. সিনেট;
গ. সুপ্রীম কোর্ট।
**উত্তরমালাঃ** ১, ক ২, খ ৩, গ ৪ গ

### সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে কেন সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে গণ্য করা হয়?
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের কিভাবে অপসারণ করা যায়?

### রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
২. মার্কিন রাজনীতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা আলোচনা করুন।

# পাঠ-৫ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থা

**উদ্দেশ্যঃ**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ◆ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাধারণভাবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। আর মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিভূস্বরূপ। তাই স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব তত্ত্বগত বিচারে অপরিহার্য। তবে মার্কিন শাসন ব্যবস্থার গোড়ার দিকে কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। মার্কিন সংবিধান প্রণেতাগণ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল ব্রিটিশ সরকারের দুর্নীতি ও স্বৈরতন্ত্রী চরিত্রের পেছনে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাই তারা প্রথম থেকেই দল ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধীতা করতে থাকেন এবং ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় আলাপ-আলোচনা সচেতনভাবে বর্জন করেন। এ কারণে মার্কিন সংবিধানে রাজনৈতিক দলের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু মার্কিন সংবিধানে রাজনৈতিক দলের কথা উল্লেখ না থাকলেও ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন থেকেই রাজনৈতিক দল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যতঃ দু'টি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের দল 'যুক্তরাষ্ট্রীয় দল' (Federalist Party) এবং টমাস জেফারসনের দল 'সাধারণতন্ত্রী দল' (Republican Party) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নবগঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাতে দলীয় সংকীর্ণতার আবর্তে তলিয়ে যেতে না পারে সে জন্য জর্জ ওয়াশিংটন তার মন্ত্রিসভায় হ্যামিলটন ও জেফারসন উভয়কেই স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি (ওয়াশিংটন) সরকারী নীতি নির্ধারণে হ্যামিলটনের প্রভাবাধীন হয়ে পড়লে জেফারসন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর জেফারসনের 'রিপাবলিকান দল' অঙ্গরাজ্যগুলোর অধিকার সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে রাজ্যপর্যায়ে জেফারসনের 'রিপাবলিকান দল' (Republican party) ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং ১৮০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৮২৮ সালে Republican party বা সাধারণতন্ত্রী দল Democratic Republican party বা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী দল নাম ধারণ করে। অবশ্য পরবর্তীতে এ দল Democratic Party নামে পরিচিত হয়। অপরদিকে Federalist Party বা যুক্তরাষ্ট্রীয় দল প্রথমে হুইগ (Whig) বা উদারনৈতিক দল এবং পরে Republican party সাধারণতন্ত্রী দল নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ দুটি দলেরই প্রাধান্য বিদ্যমান।

## দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থায় কতকগুলো সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ বৈশিষ্ট্যগুলো মার্কিন দলীয় ব্যবস্থাকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। নিম্নে মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলঃ

**দ্বি-দল ব্যবস্থা ঃ** দ্বি-দল ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ দ্বি-দল ব্যবস্থার অর্থ এ নয় যে এখানে দুই এর বেশি কোন রাজনৈতিক দল নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে রিপাবলিকান পার্টি (Republican Party) এবং ডিমোক্রাটিক পার্টি (Democratic Party) ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু এ দু'টি রাজনৈতিক দলের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে অভিহিত কার হয়। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রী দল, সাম্যবাদী দল, সমাজতন্ত্রী ওয়াকার্স পার্টি ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-দলীয় বাবস্থায় প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মৌলিক নীতিগত পার্থক্য নেই বললেই চলে। উভয় দলই পুঁজিবাদে বিশ্বাসী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে সমমতাবলম্বী। উভয় দলের উদ্দেশ্য হল নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করা। তাই উভয় দলই মূলতঃ নির্বাচন কেন্দ্রিক।

নির্বাচনের পর এ দু'টি দলের তেমন কোন রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে এবং অন্য দলটি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

### আঞ্চলিকতা ঃ

মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল আঞ্চলিকতা। আঞ্চলিক সংগঠনই হল মার্কিন রাজনৈতিক দলের ভিত্তি। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠার সময় থেকেই আঞ্চলিক মনোভাব বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। ১৯৩২ সালের পূর্বে এ আঞ্চলিকতা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে দক্ষিণে রিপাবলিকান এবং উত্তরে ডেমোক্র্যাট দলের কোন অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ১৯৩২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গণতন্ত্রী দলের প্রার্থী হিসেবে রুজভেল্ট উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল থেকেও উল্লেখযোগ্য সমর্থন পায়। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আঞ্চলিকতাবাদের প্রবণতা হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলও আঞ্চলিকতাবাদের গন্ডি পেরিয়ে জাতীয় মর্যাদা লাভ করে।

### বিকেন্দ্রীক দলীয় ব্যবস্থা ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীক দলীয় ব্যবস্থা বলা যায়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট উভয় দলের সংগঠনই বিকেন্দ্রীভূত। এখানে উভয় দলের প্রকৃত ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যের দল বা আঞ্চলিক দলের নেতাদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। এসব দলের নেতা-কর্মীদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া জাতীয় দলের নেতৃত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কোন দলের কোন জাতীয় নেতা রাজনৈতিক দলের নীতি বা মনোনীত প্রার্থীর বিরোধীতা করতে পারে না। আঞ্চলিক বা রাজ্যদলগুলো স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে।

### মতাদর্শগত পার্থক্যের অভাবঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ, কর্মসূচী ও কার্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। উভয় দলই পুঁজিবাদে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী। নির্বাচন কেন্দ্রীক এ দু'টি প্রধান দলের উদ্দেশ্য হল নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করা। উভয় দলের চিন্তা, আদর্শ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মসূচী ও কার্যপদ্ধতি মূলত এক ও অভিন্ন।

### স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলোর উপর স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এটি মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আইন সভার সদস্যগণ যেমন নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ উত্থাপন করেন, তেমনি বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীও তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আইনসভার সদস্য তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন। দলের আর্থিক ব্যয়ভার, প্রার্থী বাছাই, নির্বাচনী প্রচার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর মূখ্য উদ্দেশ্য হল দলের নীতিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করা।

### শৃংঙ্খলা ও সংহতির অভাব ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থায় শৃংঙ্খলা ও সংহতির অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেখানে প্রধান দু'টি দলের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকায় স্বাভাবিকভাবে দলীয় শৃংঙ্খলা ও সংহতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের স্বার্থরক্ষায় বেশি মনোযোগী হয়ে থাকেন। তাই তাঁরা অনেক সময় আঞ্চলিক স্বার্থ সমর্থনের জন্য দলীয় বা জাতীয় স্তরের নেতাদের পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এর দ্বারা দলীয় শৃংঙ্খলা ও সংহতির অভাব সূচিত হয়।

### নির্দলীয় প্রার্থী ও নিরপেক্ষ ভোটদাতা ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নির্দলীয় প্রার্থী ও ভোটদাতা দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যকোন দেশের দলীয় ব্যবস্থায় এ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তাছাড়া মার্কিন দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন মতাদর্শগত পার্থক্য না থাকায় তাদের সমর্থকদের মধ্যে স্থায়ী আনুগত্য দেখা যায় না। তাই কোন নির্বাচক বা সমর্থক একটি নির্বাচনে গণতন্ত্রী দলের (Democratic Party)

প্রার্থীকে ভোট দিলে পরবর্তী নির্বাচনে সাধারণতন্ত্রী দলের (Republican Party) প্রার্থীকে ভোট দিতে দেখা যায়।

## দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার কারণ ঃ

মার্কিন সংবিধান বিশারদগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দল ব্যবস্থা গড়ে উঠার এবং শক্তিশালী তৃতীয় দলের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন মতপোষণ করেছেন। প্রফেসর ফাইনার (Prof. Finer) মার্কিন রাজনীতিতে দ্বি-দল ব্যবস্থা গড়ে উঠার পিছনে দু'টি কারণ উল্লেখ করেন । যথা- (১) সমাজতাত্ত্বিক (Sociological) এবং (২) নির্বাচন ব্যবস্থা (Electoral System)। আবার ওয়াটসন ও ফিটজেরাল্ড (Watson and Fitzerald) মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠার কারণ হিসেবে ঐতিহাসিক উপাদান, মতৈক্য, নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করার স্বাভাবিক প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। এসব বিভিন্ন মতকে একত্রিত করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে গণতন্ত্রী দল (Democratic Party) এবং সাধারণতন্ত্রী দল (Republican Party) প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, এখানে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে গণতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী দল ছাড়াও সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদল, সাম্যবাদীদল, কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এ দলগুলো কেবলমাত্র আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তাই তৃতীয় দল হিসেবে এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা জাতীয় রাজনীতিতে তেমন কোন প্রভাব রাখতে পারে না। প্রতিপত্তি, পদসংখ্যা ইত্যাদি দিক দিয়ে কেবলমাত্র 'গণতন্ত্রী দল' (Democratic Party) এবং 'সাধারণতন্ত্রী দল' (Republican party) এ দু'টি দলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাই অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলার কারণ সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

## ঐতিহাসিক কারণ ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। আমেরিকার উপনিবেশিকরা তাদের মাতৃভূমির দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ঐতিহ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সংবিধান গ্রহণকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডের হুইগ (Whig) ও টোরিদের (Tories) মধ্যকার বিরোধের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। ফেডারেলিষ্ট (Federalist) ও ফেডারেলিষ্ট বিরোধী (Anti-Federalist) গোষ্ঠী দু'টি পারস্পরিক বিরোধিতার মধ্যে। পরবর্তী সময়ে ফেডারেলিষ্টরা সাধারণতন্ত্রী দল (Republican party) এবং ফেডারেলিষ্ট বিরোধীরা গণতন্ত্রীদল (Democratic Party) গঠন করে। এভাবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় নেতৃত্বের প্রশ্নে যে বিভাজন ঘটেছিল তা আজও বর্তমান থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়।

## সাংবিধানিক কারণ ঃ

মরিস দ্যুভারজার (Maurice Duverger) প্রমুখ সংবিধান বিশারদদের মতে অনেকটা সাংবিধানিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রতিটি নির্বাচনী জেলা থেকে কংগ্রেসে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদি সম্পর্কে সংবিধানে যে নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে কোন শক্তিশালী তৃতীয় দলের আবির্ভাবের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

## সামাজিক কারণ ঃ

সাধারণত কোন দেশের ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক, জাতিগত, ধর্মগত ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সে দেশের রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। অর্থাৎ সমাজে ভৌগলিক অর্থনৈতিক, জাতিগত, ধর্মগত প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় যে সমাজ ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থার উপযোগী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরণের বিরোধ খুবই কম থাকায় সেখানে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আবার মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে কোন শ্রেণী বিরোধ না থাকায় প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল জনসাধারণের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক স্বার্থের সমন্বয় সাধন করতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন তৃতীয় দলের আবির্ভাব সম্ভব হয়ে উঠেনি।

### প্রাতিষ্ঠানিকী কারণ ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠার পিছনে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন সংবিধান প্রণেতাগণ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছেন। মার্কিন সংবিধান অনুসারে কোন প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে হলে তাঁকে নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন পেতে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলের সংখ্যাধিক্য ঘটলে ভোট ভাগাভাগির ফলে যে কোন প্রার্থীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতার সমর্থন পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

### সমাজতান্ত্রিকীকরণ ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী গণতন্ত্রী দল এবং সাধারণতন্ত্রী দল দু'টির মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ,কর্মসূচী ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। উভয় দলই পুঁজিবাদে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির কথা উল্লেখ করা যায়। এ পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবি মানুষ যাতে বিকল্প সমাজ প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলে সাফল্য অর্জন করতে না পারে সে জন্য মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সদস্যগণ সর্বসম্মতভাবে নানা ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

### মনস্তাত্বিক কারণ ঃ

মার্কিন সমাজের আর্থিক প্রাচুর্য্য ও গোত্রীয় প্রকৃতি, মতাদর্শগত ঐক্য প্রভৃতি কারণে মার্কিন জনগণ প্রথম থেকেই প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের যে কোন একটিকে সমর্থন করে। এর কারণ হিসেবে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের আদর্শগত ঐক্যের কথা উল্লেখ করা যায়। তাই জনসাধারণের মত মার্কিন রাজনীতিবিদদের মধ্যেও অনুরূপ মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়।

### শ্রমিক শ্রেণীর অনৈক্য ও দূর্বলতা ঃ

মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলতঃ পুঁজিবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মত শক্তি ও সামর্থ মার্কিন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এর প্রধান কারণ হল প্রধান দু'টি শক্তিশালী দল ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান সমর্থকদের বিরোধীতা। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রধান দু'টি দলের কৃপা লাভের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী। তাই পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে মার্কিন শ্রমজীবি জনগণের মধ্যে অনৈক্য এবং প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থের অভাব তৃতীয় কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠনের পথে প্রধান অন্তরায়।

***সারকথাঃ***

*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলো মার্কিন জনগণকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করে। এছাড়া অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে সচেতন করে রাজনৈতিক কাজে নিয়োগ করা, রাজনৈতিক মূল্যবোধে মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মার্কিন রাজনৈতিক দলগুলো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।*

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরে টিক দিন**

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থাকে বলা হয় -
ক. কেন্দ্রীভূত দলীয় ব্যবস্থা;
খ. বিকেন্দ্রীকৃত দলীয় ব্যবস্থা;
গ. আঞ্চলিক দলীয় ব্যবস্থা;
ঘ. যুক্তরাষ্ট্রীয় দলীয় ব্যবস্থা।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে -
ক. ১৭৭৬ সালে;
খ. ১৮৭৬ সালে;
গ. ১৭৮৭ সালে;
ঘ. ১৭৮৯ সালে।

৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল -
ক. ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ;
খ. প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি;
গ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি;
ঘ. শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা।

**উত্তরমালাঃ** ১, খ ২, ক ৩, গ

**রচনামূলক প্রশ্নঃ**

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা উদ্ভাবের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।